কর্ণহার
সবাক—চিত্রে রাধা ফিল্ম্ কোম্পানীর
গোয়েন্দা কাহিনী
21-12-35

বাণী-চিত্রে
রাধা ফিল্ম কোম্পানীর
নবতম গোয়েন্দা-নাটক

কণ্ঠহার

রূপবাণী

শনিবার ২১শে ডিসেম্বর ১৯৩৫
- শুভ-উদ্বোধন -

চিত্র-পরিবেশক
ইণ্ডিয়া পিক্‌চার্স্‌ লিমিটেড
ভারত-ভবন - - - - - কলিকাতা

কর্ণধার — জুয়ার আড্ডার একটি দৃশ্য

ভারত-ভবন কলিকাতা, ইণ্ডিয়া পিকচার্স লিমিটেডের প্রচার-বিভাগ হইতে শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং কালিকা প্রেস ২১, ডি-এল রায় ষ্ট্রীট শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী কর্তৃক মুদ্রিত।

কণ্ঠহারের নায়িকা —কাননবালা

রঙ্গিলার ভূমিকায় শ্রীমতী পদ্মাবতী

সংগঠনকারী

গল্পাংশ—দাশরথি মুখোপাধ্যায়

চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক—জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহকারী পরিচালক—হরি ভঞ্জ

আলোক-চিত্র-শিল্পী—যশোবন্ত ওয়াশীকার

সহকারী আলোক-চিত্র-শিল্পী—অচিন্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

শব্দ-যন্ত্রী—ভূপেন ঘোষ, এম্-এস্-সি

সহকারী শব্দ-যন্ত্রী—{ গোবিন্দ ব্যানার্জ্জী ও অবনী চট্টোপাধ্যায়

গীতকার—হেমন্তকুমার গুপ্ত

সুর-শিল্পী—{ অনাথ বসু মৃণাল ঘোষ ও কুমার মিত্র

নৃত্য-শিক্ষক—তারক বাগ্‌চী

দৃশ্য-সজ্জাকর—{ শঙ্কর ঘুরাজী ও রামচন্দ্র পাওয়ার

চিত্র-সম্পাদক—ভোলানাথ আঢ্য ও রাজেন দাশ

প্রচার-শিল্পী—{ মিঃ শা, ক্ষেত্রমোহন দে ও কুমারী লতিকা মিত্র

রূপ-সজ্জাকর—মণীন্দ্রনাথ মিত্র

শিল্পী পরিচয়

রণলাল—অহীন্দ্র চৌধুরী

মধু—নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী

নরেন্দ্র—জহর গঙ্গোপাধ্যায়

বিনয়—ভূমেন রায়

গৌরীকান্ত—ধীরাজ ভট্টাচার্য্য

শ্যামল—মাষ্টার সন্তু

নবীনকৃষ্ণ—তুলসী চক্রবর্ত্তী

নরহরি—কুমার মিত্র

মুরারি—মৃণাল ঘোষ

মুকুন্দ—জানকী ভট্টাচার্য্য

হরেকৃষ্ণ—তারক বাগ্চী

দুখীরাম—পৃথ্বীশ ভাদুড়ী

নগেন—পুলিন অর্ণব

রতন পোদ্দার—জ্যোৎস্না মিত্র

বেলিফ—ষষ্ঠী মুখোপাধ্যায়

বাউল—হরেন নন্দী

সাব্‌ইন্সপেক্টরদ্বয় { অজিত চট্টোপাধ্যায়, কালী বর্ম্মণ }

সরোজ—কাননবালা

মোহিনী—রাধারাণী

রঙ্গিলা—পদ্মাবতী

মধু ও শ্যামল —নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী ও মাষ্টার সতু

রণলালের অফিসে গৌরীকান্ত —অহীন্দ্র চৌধুরী ও ধীরাজ ভট্টাচার্য

গল্পাংশ

মানুষের জীবনে যাহা কিছু কাম্য নরেন্দ্রের জীবনে তাহার কোনটারই অভাব ছিল না।—একদিকে সাধ্বী স্ত্রী সরোজ ও স্নেহের শিশু শ্যামল, অন্যদিকে আর্থিক স্বচ্ছলতা। কিন্তু নরেন্দ্রের বন্ধু-ভাগ্য ভাল ছিল না। যাহাকে সে সকল রকমে বিশ্বাস করিত—আবাল্য যাহাকে সে সুখের সুখী, দুখের দুখী বলিয়া জানিত, সেই গৌরীকান্ত যে গোপনে তাহার সাধ্বী স্ত্রীর প্রতি কুভাব পোষণ করে, ইহা সে জানিত না! তাই নিজে দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করিবার জন্য গৌরীকান্ত যেদিন তাহাকে লইয়া এক জুয়ার আড্ডায় উপস্থিত হইল, সেদিন বন্ধুর অন্তরের গোপন অভিসন্ধির কোন প্রকার খবর নরেন্দ্র পাইল না। দেখিতে দেখিতে পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। এই পাঁচটা বৎসরের মধ্যে নরেন্দ্রের জীবনে অনেক কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। একদিন যাহার সুখ-শান্তি অপরের ঈর্ষা-বহ্নি জাগাইয়া তুলিত আজ বন্ধুর চক্রান্তে তাহার দুর্দ্দশায় চোখের জল সম্বরণ করা দুরূহ। সে আজ মাতাল—তাহার পৈতৃক বাসভূমি আজ ধনীর করুণার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। জীবনে এই চরম দুর্দ্দশার মধ্যে যেদিন তাহার বহু কষ্টে সংগৃহীত পাঁচ শত টাকা ডাকাতে লুট করিয়া লইল সেদিন মৃত্যু ছাড়া তাহার জীবনে আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। কিন্তু তবুও গৌরীকান্তকে সে অবিশ্বাস করিতে পারে নাই। এবং তাহারই চক্রান্তে যে শহরের ভদ্রবেশী ডাকাত রণলাল এই কার্য্য করিয়াছে তাহা তাহার ধারণার বাহিরে রহিয়া গেল।

সরোজের ভূমিকায় শ্রীমতী কাননবালা

এদিকে লুটের সমস্ত টাকাটা গৌরীকান্ত আত্মসাৎ করায় রণলাল তাহার উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং মনে মনে ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য সে সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু বেশীদিন তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইল না। ইহার কিছুদিন পরে সে জানিতে পারিল যে গৌরীকান্ত তাহার গ্রাম হইতে একটী হীরার কণ্ঠহার আনিয়া আড্ডার সিন্দুকে রাখিয়া দিয়াছে। সংবাদটী পাওয়া মাত্র রণলাল তাহা চুরি করিবার ব্যবস্থা করিল।

গৌরীকান্তর জুয়ার আড্ডার খবর এতদিন পুলিশের অগোচর ছিল। কিন্তু নরেন্দ্রর বহু পুরাণো বৃদ্ধ প্রভুভক্ত ভৃত্য মধু যেদিন খবরটা পুলিশের কাছে পৌঁছাইয়া দিল সেই দিন হইতে গোয়েন্দা বিনয়বাবুর টনক নড়িল। তিনি এই আড্ডার চক্রান্তকারীদের ধরিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুলিশের হাতে ধরা পড়িবার পূর্ব্বেই রণলালের ছুরিকাঘাতে গৌরীকান্তর জীবন লীলার শেষ হইয়া গেল। ক্ষণকাল পরে নরেন্দ্র কোথা হইতে ছুরিকা হস্তে মৃত দেহের কাছে উপস্থিত হইল এবং গৌরীকান্তকে জীবিত ভাবিয়া তাহাকে খুন করিবার উদ্দেশে ছুরিকা তুলিয়া ধরিল।

এত বড় নিষ্ঠুর কাজ যে নরেন্দ্র করিতে পারে ইহা বিশ্বাস করাই যায় না। কিন্তু সে রাত্রে, আড্ডায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, ভীষণ মাতাল অবস্থায় বাড়ী ফিরিয়া

"কণ্ঠহার"-চিত্রের একটি দৃশ্যে মোহিনী ও রণলাল বেশে রাধারাণী ও অহীন্দ্র চৌধুরী

যখন সে শুনিল যে তাহার পরম বন্ধু গৌরীকান্ত তাহার সাধ্বী স্ত্রীকে কৌশলে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, তখন ক্রোধে সে আত্মহারা হইয়া উঠিল, এবং একখানি ছুরিকা লইয়া সে তাহাকে খুন করিবার জন্য উন্মাদের মত বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসে।

প্রভুভক্ত মধু তাহার সন্ধানে পথে বাহির হইয়া গোয়েন্দা বিনয়বাবুর দেখা পাইল। তাঁহাকে সে নরেন্দ্রর অবস্থার কথা বুঝাইয়া বলিতেই তিনি তাড়াতাড়ি আড্ডায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নরেন্দ্রকে ছুরিকা উত্তোলন করিতে দেখিয়া তাহার মাথার উপর সজোরে লাঠির আঘাত করিলেন। নরেন্দ্র আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া ভূমিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। বিনয়বাবু থানায় সংবাদ দিবার জন্য 'ফোন্' করিতে বাহির হইয়া গেলেন। ইতিমধ্যে নরেন্দ্রর জ্ঞান হইল এবং নিজের অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

বাড়ী ফিরিয়া নরেন্দ্র মধুকে সঙ্গে লইয়া ষ্টেশনে আসিয়া একা একটা চলন্ত ট্রেণে উঠিয়া পড়িল। তাহার পুটলির জামার পকেটে নোটের তাড়া দেখিয়া তাহার পার্শ্বস্থিত একটা লোক জামাটা চুরি করিয়া লইল। তারপর চলন্ত-ট্রেণ হইতে লোকটা লাফাইয়া পড়িয়া জামাটা গায়ে দিয়া যেমন রেলের লাইন পার হইতে যাইবে অমনি একটা ট্রেণ আসিয়া তাহাকে

কাটিয়া ফেলিল। সংবাদপত্রে এই ঘটনাটী 'নরেন্দ্র ট্রেণে কাটা পড়িয়াছে' বলিয়া বাহির হইল।

নরেন্দ্র রাণীগঞ্জে ট্রেণ হইতে নামিয়া পড়িল, এবং পথিমধ্যে জমীদার নবীনকৃষ্ণকে এক দুর্ঘটনার হাত হইতে বাঁচাইয়া তাঁহার বাড়ীতে আশ্রয় পাইল।

এদিকে পুলিশের দৃষ্টি এড়াইতে না পারিয়া জুয়ার আড্ডা ভাঙিয়া গেল। কিন্তু রণলাল পুলিশের চোখে ধূলা দিয়া তাহার কাশীপুরের বাগান বাড়ীতে নিজের স্ত্রী মোহিনীকে লইয়া বাস করিতে লাগিল। রণলালের জন্য রঙ্গিলাও কাশীপুরে বাসা বাঁধিল।

কিছুদিন পরে নরেন্দ্র রাজারাম নাম পরিগ্রহ করিয়া কলিকাতায় এক অফিসের প্রতিষ্ঠা করিল। জমীদার নবীন-কৃষ্ণই যে তাহার এই উন্নতির কারণ তাহা বলাই বাহুল্য।

স্বামীর মৃত্যু সংবাদই নরেন্দ্রর স্ত্রী পাইয়াছিল, তাই পাওনাদারেরা যেদিন তাহাকে বাড়ী হইতে পথে বাহির করিয়া দিল, সেদিন দুঃখে-কষ্টে সে আত্মহারা হইয়া গঙ্গায় ডুবিয়া মরিবে স্থির করিল। কিন্তু মোহিনী তাহাকে মরিতে দিল না।

একটী বাগান বাড়ী বিক্রয়ের সংবাদ পাইয়া নরেন্দ্র (রাজারাম) তাহা ক্রয় করিবার উদ্দেশে দেখিতে আসিল। এখানে যে সে তাহার স্নেহের দুলাল শ্যামল ও প্রভুভক্ত ভৃত্য মধুকে দেখিতে পাইবে, ইহা সে কল্পনাও করে নাই। ইহার পর হইতে গোপনে সে মধুকে সাহায্য করিতে লাগিল এবং পাওনাদারদের সমস্ত

'কণ্ঠহার' চিত্রের বিভিন্ন দৃশ্যাবলী।

নরহরি ও
শ্যামল

কুমার মিত্র ও
মাষ্টার সতু

দেনা পরিশোধ করিয়া মধু পুরাণো বাটীতে সরোজ ও শ্যামলকে লইয়া বাস করিতে লাগিল। এক মধু ব্যতীত কেহই নরেনের আসল পরিচয় পাইল না।

নরেন্দ্রের প্রতি নবীনকৃষ্ণের অপরিসীম স্নেহ ও ভাল-বাসায় ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহার কর্ম্মচারী মুকুন্দ নরেন্দ্রকে সরাইয়া ফেলিবার মতলব স্থির করিল। তাহার এই চক্রান্তের সঙ্গী হইল মুরারী যাহাকে রণলাল জুয়ার আড্ডা হইতে বাঁধিয়া আনিয়াছিল। অর্থের লোভে রণলাল মুকুন্দর আশা পূর্ণ করিবার জন্য রঙ্গিলাকে দাসী-রূপে নরেন্দ্রের বাটীতে পাঠাইল। নরেন্দ্রকে দেখিয়াই রঙ্গিলা তাহাকে চিনিতে পারিল এবং রঙ্গিলাকে কথাটা জানাইয়া দিল। রণলালকে খুসী করিতে রঙ্গিলার কিছুই অসাধ্য ছিল না। তাহার বিশ্বাস ছিল রণলাল তাহার প্রেমের প্রতিদান দিবে। কিন্তু এত সত্ত্বেও রণলাল তাহার প্রেমকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যান করিল। ইহার ফলে রঙ্গিলা রণলালের চিরশত্রু হইয়া রহিল, এবং মুকুন্দর সমস্ত চক্রান্ত ফাঁসিয়া গেল।

ইতিমধ্যে এই সুযোগে আরও কিছু অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, রণলাল পুলিশের ছদ্মবেশে নবীনকৃষ্ণের ভবনে উপস্থিত হইয়া নরেন্দ্রকে রক্ষা করিবার অজুহাতে উৎকোচের নামে বেশ মোটারকম কিছু হাতাইয়া লইল।

একটা জাল নোটের ব্যাপারে মুকুন্দকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়া গোয়েন্দা বিনয়বাবু নরেন্দ্রকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তারপর পলাতক আসামীদের ফোটো

মিলাইয়া তিনি নরেন্দ্রকে ঠিক চিনিতে পারিলেন ও তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইহার পর একদিন নরেন্দ্র সত্য সত্যই গোয়েন্দা বিনয়বাবু কর্ত্তৃক ধৃত হইল। তাহাকে লইয়া গোয়েন্দা বিনয়বাবু যখন থানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন গৌরীকান্তর প্রকৃত হত্যাকারীর সংবাদ পাইয়া নরেন্দ্রকে তিনি ছাড়িয়া দিলেন। উপেক্ষিতা রঙ্গিলা যে প্রতিশোধ লইবার জন্য মুরারীকে থানায় সঙ্গে আনিয়া গৌরীকান্তর আসল হত্যাকারীর পরিচয় প্রকাশ করিয়া দিবে, সুচতুর রণলাল এ কথাটা কখনও ভাবিয়া দেখে নাই।

পুলিশের চোখে আর একবার ধূলা দিবার জন্য রণলাল মোহিনীকে কণ্ঠহার সহ কাশী পাঠাইবার সমস্ত আয়োজন করিয়াছে এবং নিজেও পলাইয়া যাইবার জন্য যখন জামার পকেটে টাকা ভর্ত্তি করিয়া লইতেছিল তখন আকস্মিক পুলিশ কর্ত্তৃক তাহার বাগান-বাড়ী আক্রমণের সংবাদ পাইয়া সে গুপ্ত দ্বার দিয়া পলাইয়া গিয়া মোটর বোটে উঠিয়া বসিল। গোয়েন্দা বিনয়বাবু বেগতিক দেখিয়া উড়ো জাহাজে তাহাকে অনুসরণ করিলেন এবং শেষে অনেক কষ্টে তাহাকে ধরিতে পারিলেন।

আদালতে বিচার হইয়া গেল।

গৌরীকান্তর পিতা কণ্ঠহারটি নবীনকৃষ্ণকে উপহার দিলেন। নবীনকৃষ্ণও তাঁহার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি নরেন্দ্রকে দান করিলেন।

নরেন্দ্র কণ্ঠহারটিকে সরোজের কণ্ঠে পরাইয়া দিল।

'কণ্ঠহার' চিত্রের বিভিন্ন দৃশ্যাবলী।

"কণ্ঠহার" চিত্রের
— দুইটি দৃশ্য —

সঙ্গীতাংশ

মুরারী—

(১)

কতকাল রইবি ভুলে নীড়ের মায়ায়,
ফাগুনের দিন গুণে আর, নীড় বেঁধে তোর,
জীবন ফুরায়!
সাগরে বাঁধলি বাসা,
একী রে তোর দুরাশা,
সহসা শেষ বরষায় ভাঙ্গবে রে ঘর উতল
ধারায়!
রে পাগল, আয় বাহিরে
জীবনের গান গাহি' রে—
মাতনে মাতবি রে আয় জীবনের রঙীন্
নেশায়।

মুরারী—

(২)

জানি গো জানি, সখি, জানি গো জানি,
কি কথা মরম করে কানাকানি!
কুমুদী চাঁদের সাথে যে কথা নীরবে কয়,
সজল মেঘের বুকে যে কথা লুকায়ে রয়
যে কথা বুকের মাঝে, ব্যাকুল বীণায়
বাজে,
সে কথা কহিতে চায় নয়ন-মণি!

মোহিনী—

(৩)

এমন রজনী প্রিয় যায় যে বৃথায়,
মরম শাখায় মোর ফুল যে শুকায়!
জ্বালি' চাঁদের প্রদীপ
বসি' বাতায়নে,
রজনী পোহায় চাহি'
পথের পানে—
মধুর মিলন রাতি বিরহ ফুরায়
মিলন-বেলায় যদি এলে না প্রিয়,
বিরহে তোমার মধু পরশ দিও—
মোর সমাধি 'পরে, ফুল পড়িবে ঝরে,
শুধু ক্ষণেক তরে সেথা দাঁড়ায়ো
মোর, মিলন হ'বে পাওয়া মরণ-বেলায়।

মোহিনী—

(৪)

নয়নে নামিল মরণ-মেঘ-ছায়া,
বিদায় বেলায় কেন রচিছ মরু-মায়া।
কেন ভোরের স্বপন আনো গোধুলি বেলায়
কেন সাগর-সলিলে মিছে ফিরিয়া চাওয়া।
নিভায়ে প্রদীপ এ'ল ঝড়ের রাতি,
ডাকে আঁধার পথে মোর মরণ-সাথী
এলো মরণে— মোর মরমে
জীবনে যাহারে মোর হয়নি পাওয়া।

'কণ্ঠহার' চিত্রের বিভিন্ন দৃশ্যাবলী।

"কণ্ঠহার" সবাক-চিত্রের
—একটি দৃশ্য—

উড়ো-জাহাজে ইন্‌সপেক্টার বিনয়
এবং গঙ্গাবক্ষে, মোটর-লাঞ্চে রণলাল।

রঙ্গিলা—

(৫)

বঁধুর গলায় দুলিয়ে দেব বাহুর মালিকা,
অধরে মোর ফুটবে না গো কথার কলিকা।
কইবে নয়ন মনের কথা,
ব্যথায় ভরা বেদন-গাথা,
কপোলে মোর ঝরবে শুধুই অশ্রু-যূথিকা!

বাউল—

(৬)

ওগো আমার মা জননী—
ভিখারিণী কে বলে মা
তুমি যে মা রাজার রাণী।
মুকুট তোমার নাইকো মাথায়
এয়োতির চিহ্ন মাগো
মাণিক হ'য়ে জ্বলছে সিঁথায়
বলয়ে কাজ কি মা তোর
শাঁখা যে তোর নয়ন-মণি ॥
সাগর-ছেঁচা যে ধন সুখে
ঘুমায় মা তোর কোমল বুকে
সে ধন রাণী পায় না মাগো
বিকিয়ে সোনার আসনখানি ॥

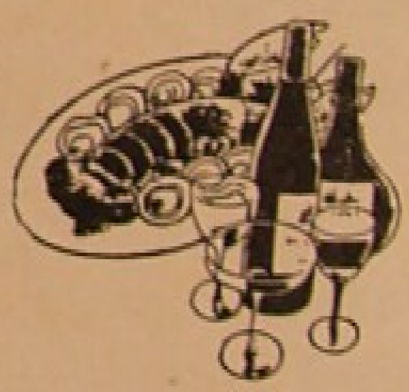

বেঙ্গল বাস সিণ্ডিকেট

সহরের সর্ব্বত্র যৎসামান্য ভাড়ায় যাতায়াত করিবার পক্ষে আমাদের

বাস গাড়ী গুলিই

সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক

⊕ . ⊕

নিশীথ রাত্রে, থিয়েটার বা বায়োস্কোপ হইতে গৃহে ফিরাইয়া আনিতে,
অল্প ভাড়ায় একমাত্র বাসগুলিই সক্ষম।

বাস গাড়ী

দিবসের বন্ধু—রাত্রির সহায়!

আমোদ-প্রমোদের অবসানে বাসের কথা স্মরণ করিবেন।

পালা রেকর্ডে মেগাফোনের বিজয়-বৈজয়ন্তী

অতীত ভারতের গৌরবগাথা
শ্রীযুত মন্মথ রায় প্রণীত
খনা
শ্রবণে তৃপ্ত হউন
মূল্য ১২৸০ মাত্র

মেগাফোনের দ্বিতীয় গৌরব অভিযান
শ্রীযুত মন্মথ রায় প্রণীত
ভক্তি-রসাত্মক নাটক
রামপ্রসাদ
মূল্য ৬৸০ মাত্র

মেগাফোনের তৃতীয় অভিযান
সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক
শ্রীযুত অমরচন্দ্র ঘোষ প্রণীত
কংস বধ
ও
উর্ব্বশীর অভিশাপ

মেগাফোনের শ্রেষ্ঠ অবদান
শকুন্তলা
রেকর্ড জগতের বিস্ময়
মূল্য ১৩॥০ টাকা মাত্র

মেগাফোনের নবতম অবদান
শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ঘোষের
সীতাহরণ

মেগাফোন রেকর্ডে
অপরেশ চন্দ্রের
"ফুল্লরা"
মূল ১২৸০ মাত্র

দি মেগাফোন কোম্পানী, ৭৭।১ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

পৌরাণিক চিত্র-গঠনে সারা ভারতবর্ষে, রাধা ফিল্ম কোম্পানী আজ যে খ্যাতি ও জনসমাদর লাভ করিয়াছেন, বর্ত্তমান চিত্রে তাহা অধিকতর বর্দ্ধিত হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি। ছবিখানি মুক্তি লাভ করিলে আপনি সবান্ধবে ও সপরিবারে দেখিতে ভুলিবেন না।

কৃষ্ণ-সুদামা

সবাক-চিত্র, রাধা ফিল্ম কোম্পানীর
ভক্তি-রস-মধুর পৌরাণিক কাহিনী

শ্রেষ্ঠাংশে

অহীন্দ্র চৌধুরী
ধীরাজ ভট্টাচার্য্য
মৃণাল ঘোষ
তুলসী চক্রবর্ত্তী
কুমার মিত্র
কাননবালা
রাধারাণী
শান্তি গুপ্তা

Cover Engraved & Printed at The Gaya Art Press, 94, Keshab Sen Street, Calcutta.